বাঁচবে, মরবে

FERDINANDO FREGA · GILLETTENARRATIVE · GILLETTEVATICANO · 09/17

প্রথম যারা যোগাযোগ করেছিল তারা ছিল পোশাকহীন আদিম মানুষ। প্রথম যারা তথ্য জানিয়েছিল তারা ছিল পোশাকপরা আদিম মানুষ, সঙ্গে একটি প্রেস কার্ড। এখনো আদিম মানুষই। কিছুই বদলায়নি। শুধু এটুকু ছাড়া যে প্রথমদের জীবনকে টিকিয়ে নিতে হতো। দ্বিতীয়রা টিকে-যাওয়া মানুষদের আবার জীবিত করে তুলে রুটিরুজি চালায়।

এখানে তর্ক বা সমালোচনার সময় নেই। আমি কোনোটিই কখনো চর্চা করিনি। আমি যা করতে চাই তা হলো গল্পের ভেতর দিয়ে এই দুইয়ের নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যটি বলা।

যোগাযোগের প্রথম সত্যিকারের রূপ—আর এখানে সবাই আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠবেন—হলো নীরবতা।

শব্দের আগে। কণ্ঠের আগে। অঙ্গভঙ্গির আগে। ভঙ্গিমার আগে। নীরবতা বরাবরই একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা মেপেছে তার ধারণ করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে। কখনোই উল্টোভাবে নয়।

আর পুরুষেরা, একত্র হয়ে, চুপ করে রইল। তারাদের দিকে তাকিয়ে। বিমূর্তের দিকে। কল্পিতের দিকে। যতক্ষণ না দূর থেকে একদল নারী—তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁরা একা—নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করলেন। নিচু স্বর। নিয়ন্ত্রিত সুর। নিয়ন্ত্রিত ছন্দ। সুশৃঙ্খল লয়। প্রতিটি শব্দ যত্ন করে বসানো। কিছুই দৈবের হাতে ছাড়া নয়।

কিন্তু নীরবতা মানবজাতিকে যে প্রথম পাঠটি রেখে গেছে, তা ভেতরমুখী সংযম নয়। তা একটি পদ্ধতি। যেসব পরিসরে সত্যিকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার প্রত্যেকটির ভেতরের শেষ সীমান্ত।

আর নীরবতার ভেতরের কোলাহলই একমাত্র জিনিস যা কখনো হারায় না। তা আসে ভেতর থেকে। আবেগীয় আর জ্ঞানীয়। যৌক্তিক আর বিচারনিষ্ঠ। সহজাত আর স্নেহময়। সবটা একসঙ্গে।

সেটি সামলানোর মতো সত্যিকারের সক্ষম যাঁরা, তাঁরা বরাবরের মতোই নারী। এতটাই সম্পূর্ণ, এতটাই কার্যকর যে মানুষের বংশবিস্তার এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটিও তাঁদেরই হাতে দেওয়া হয়েছিল।

এখানে আমি যা কিছু ছুঁইনি, তার সবটার জন্য আমি প্রত্যেকের নিজের অভিজ্ঞতার উপরেই ছেড়ে দিলাম। আমরা যা, তার সেরা অংশ ওটিই।

তথ্য আমাকে মনে করিয়ে দেয় ছোটবেলায় খেলা একটি খেলার কথা। সবাই গোল হয়ে বসে। প্রথমজন পরের জনের কানে একটি শব্দ ফিসফিস করে বলে। সেটি বারোজনের ভেতর দিয়ে সারি বেয়ে যায়। ওপাশ থেকে যা বেরিয়ে আসত, তা সাধারণত হাসির হুল্লোড়।

খেলাটা একটি শব্দ নিয়েও চলতে পারত, আবার আস্ত একটি বাক্য নিয়েও। যা ঘটত, তা এই।

শুরু করুন “বাঁচবে” দিয়ে। বারোটি হাতবদলের পর ওপাশ থেকে যে শব্দটি বেরিয়ে আসত, তা “মরবে”।

শুরু করুন “আমরা সবাই জানতাম সে বাঁচবে” দিয়ে। বারোটি হাতবদলের পর তা ফিরে আসত “সবাই জানত সে মারা গেছে। শেষকৃত্য 12 তারিখে 12:00-টায়। হা হা হা হা” হয়ে।

ঠিক এভাবেই আজ আমি মিডিয়াকে তথ্য নাড়াচাড়া করতে দেখি। একটি খবরের সেই একই সূচনাবাক্য, এক পত্রিকার পর আরেক পত্রিকায় ভিন্নভাবে জানানো।

আমরা যাকে ছেলেভুলানো খেলা ভেবেছিলাম, তা এমন এক শিল্পের তেতো সত্য, যেখানে খবরের দোকান আর সম্পাদকীয় দপ্তরের মধ্যে তফাত করার মতো কিছুই আর বাকি নেই।

শেষমেশ, জিনিস দুটি একই সুতোয় বাঁধা। দুটিই একই আদিম উৎসের সন্তান। শুধু দেখুন মানুষ কীভাবে পোশাক পরে।

শেষ একটি কথা, যাতে কেউ ভুল না বোঝে। আমি দাবি করছি না যে আমি পৃথিবীর শেষ মানুষ। কেবল শেষের আগের জন। শেষজন এখনো সারির ভেতরেই আছে, কারও কানে ফিসফিস করছে।

Ferdinando